খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা মাওউদ না মামুর

আব্দুল্লাহ বিন বশির

(শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা., পাঠানটুলি, শিবুমার্কেট, নারায়নগঞ্জ)

বর্তমান সময়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে কটি আপত্তি বাজারে চলছে তার মাঝে অন্যতম একটি হলো 'খি লা ফ ত প্রতিষ্ঠা করা বান্দার উপর আবশ্যক নয়, বরং এটা আল্লাহ বান্দাকে দিবেন। বান্দার জন্য আবশ্যক হলো নেক আমল করে যাওয়া। সুতরাং যারা এই দাবী করে যে, জি হা দের মাধ্যমে খি লা ফ ত প্রতিষ্ঠা করতে হবে তারা স্পষ্ট ভুল।' এই দাবীর পক্ষে তারা দলিল হিসেবে কুরআনে এই আয়াতটি পেশ করেন।

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ খলীফা বানাবেন, যেমন খলীফা বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয় - ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোন কিছুকে

শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে। -আন নূর : ৫৫

আপত্তির জবাব :

১. মূলত এই মাওকিফটি হলো ক্রিয়ার পালটা প্রতিক্রিয়া। মাওলানা মওদুদি রহিমাহুল্লাহ যখন খিলাফত (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা)কে দীনের অন্যতম মাকসাদ বলে মত দিলো এবং অন্যান্য আমলকে তেমন গুরুত্ব দিলো না, তখন এর খণ্ডনেই মূলত দেওবন্দি একদল আলেমদের ভিতর বিপরীত এই মতটি দেখা দিলো—খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার আদিষ্টই নয় মানুষ, বরং এটা আল্লাহ দিবেন অর্থাৎ, খি লা ফ ত মাওউদ, মামুর নয়। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থানটি হয়ে গেছে যারা জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে খিলাফতকে পূনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলেন তাদের খণ্ডনের জন্য। অর্থাৎ, তোমরা জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাও, এটা তো সঠিক নয়, কারন খিলাফত আল্লাহ দিবেন। সুতরাং খিলাফতের জন্য জিহাদ লাগবে এই প্রবক্তারা একটি ভুল কথা ছড়াচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দাবী হলো, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা মানুষের উপর একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। আর এরজন্য জিহাদ হলো অন্যতম বিশেষ একটি পন্থা।

২. খিলাফত আদিষ্ট নয় বরং আল্লাহ দিবেন এটার সপক্ষে তারা যে আয়াতটি পেশ করেন সেই আয়াতের মধ্যেই জিহাদের মাধ্যমে খি লা ফত আল্লাহ দিবেন সেটার ইঙ্গিত রয়েছেন।

মূলত আয়াতে দুটো অংশ রয়েছে। এক. নেক আমল করলে খিলাফত দিবেন। দুই. যেমনটা পূর্ববর্তী উম্মতকে দিয়েছেন।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করি। আল্লাহ পূর্ববর্তীদের কীভাবে খিলাফত বা কেন্দ্রীয় শক্তি দিয়েছেন। সূরা নূরের এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদির খিলাফতের পূর্বসুরী কারা সে ব্যাপারে ইমাম রাজি রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أي الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في الأرض فيجعلهم الخلفاء والغالبين والمالكين كما استخلف عليها من قبلهم في زمن داود وسليمان عليهما السلام وغيرهما، (التفسيرالكبير ٤١٢/٢٤)

অর্থাৎ, পূর্বসূরী হলেন দাউদ, সুলাইমান ও তার পরবর্তীতে বনী ইসরাইল।

এখন দেখার বিষয় হলো, পূর্ববর্তীদের কীভাবে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কুরআনের দুটো ঘটনার দিকে আমরা আলোকপাত করলে আশা করি পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ১. বাদশাহ তালুত ও হযরত দাউদ আ.-এর মাধ্যমে। ২. হযরত মূসা আ.-এর সময় বনী ইসরাইলকে ক্ষমতা প্রধানের জন্য জিহাদের আদেশ।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা তালুত বাদশাহেত মাধ্যমে নিঃস্ব বনী ইসরাইলকে ক্ষমতা দিয়েছেন। সে ক্ষমতা অর্জনের পুরোটাই ছিলো জিহাদের আদেশের মাধ্যমে। বরং সেসময় জিহাদের আদেশ না মানার

কারনে আল্লাহ বনী ইসরাইলকে ব্যাপক নিন্দা করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সেখানে দেখে নিতে পারেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের শেষের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে,

﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। -আল বাকারা : ২৫১

আয়াতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, আল্লাহ দাউদ আ.কে ক্ষমতা দান করেছেন জি হা দ করার পরেই।

২. হযরত মূসা আ.-এর সময় বনী ইসরাইলকে ক্ষমতা প্রধানের জন্য জি হা দের আদেশ।

﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَعَلَ فِيكُمۡ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكٗا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمۡ يُؤۡتِ أَحَدٗا مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾

এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর), যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিআমতের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করেছিলেন,

তোমাদেরকে রাজক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন এবং বিশ্ব জগতের কাউকে যা দেননি তোমাদেরকে তা দান করেছিলেন। -আল মায়িদাহ – ২০

মুসা আ. তার কওমকে পূর্বের রাজক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং সেটাকে পূনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের ময়দানে আহবান করছেন। কিন্তু বনী ইসরাইল জি হা দের এই কাজে ফিরে না আসার কারনে আল্লাহ তাদের ক্ষমতা দেননি বরং শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ٢١ قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوۡمٗا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَا حَتَّىٰ يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا فَإِن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ٢٢ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمَا ٱدۡخُلُواْ عَلَيۡهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَٰلِبُونَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٣ ﴾ ﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدٗا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ﴾

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা ল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এবং নিজেদের পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তা হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলতে লাগল, হে মূসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে (সেই দেশে) অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব্ব চলে যাও এবং তাদের

সাথে যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। তারা বলল: হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। -আল মায়িদাহ : ২৪

আয়াতের প্রথম অংশ :

আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের সে আয়াত বলতেছেন নেক আমল করলে আল্লাহ ক্ষমতা প্রধান করবেন। কিন্তু খি লা ফ ত কে মাওউদ বলা ভাইরা এটা ভুলে যান যে, নামাজ-রোজা, হজ, জাকাত, ইলম চর্চা, ইলমের প্রসার যেমন নেক আমল, তেমনি জি হা দও একটি নেক আমল। বরং কোনো কোনো হাদিসে তো জি হা দকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে আক্ষায়িত করা হয়েছে। যেমন,

عن أبي هريرة: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده، فسأله، فقال: يا نبي الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: " الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله. (مسند أحمد ١٥/١٥، برقم: ٩٠٣٨،)

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, একলোক এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর রাস্তায় জি হা দ করা। -মুসনাদে আহমদ

বাস্তবতা হলো জিহাদ তো এমন একটি আমল যা ছেড়ে দিলে আল্লাহ লাঞ্চনা ছাপিয়ে দিবেন। আর এই লাঞ্চনা ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে

যতদিন না মুসলমানরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসে। আর হাদিসে দ্বীনের দিকে ফিরে আসার ব্যাখায় বহু মুহাদ্দিস বলেছেন জিহাদের দিকে ফিরে আসা। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الإِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ.

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি,... যদি তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না। - সুনানে আবু দাউদ : ৩৪৬২

এই হাদিসে বর্ণিত “যতক্ষন তোমরা দ্বীনের দিকে পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তণ করবে” এর ব্যাখ্যায় খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহিমাহুল্লাহ লেখেন,

(حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: اعملوا على شريعة الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله.

অর্থাৎ তোমরা শরীয়তের উপর আমল করো এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। -বাজলুল মাজহুদ

বস্তুত প্রতিটি নেক আমলের একটি প্রতিক্রিয়া আর দুনিয়ার বাহ্যত ফলাফল রয়েছে। জিহাদ-কিতাল হলো দুনিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ ও টিকিয়ে

রাখার আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের ক্ষমতা দেন ও বিজয় দান করেন। এই বিষয়টির দিকেই খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করেছেন বর্তমান ইমারতের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী আব্দুল বাকি হ ক কানী হাফিজাহুল্লাহ। তিনি ইসলামি হুকুমত (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা করা ফরজ এই বিষয় তার "আস সিয়াসাত ওয়াল ইদারাত ফিল ইসলাম" গ্রন্থে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, **'ইমাম প্রতিষ্ঠা করা (ইসলামি হুকুমত) এটা ফরজ বিধান। তারজন্য কাজ করা ব্যক্তি সাওয়াবের অধিকারী হবেন এবং তা ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে।** আর এর দলিল হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমাউস সাহাবা ও শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতিসমূহ।' এরপর তিনি এর অনেকগুলো কারন উল্লেখ করেন। এক জায়গায় লেখেন, 'এক্ষেত্রে উসুলবিদদেন নিকট একটি সর্বস্বীকৃত বাস্তবতা রয়েছে। আর তা হলো, জিহাদ হাসান লিগাইরিহী (একটি বিশেষ লক্ষ্যের কারণে উত্তম কাজ)। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো ইসলাম হুকুমতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কালিমা এবং তার দ্বীনকে বুলন্দ করা। আর **জি*হা*দ হলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কারণ ও মাধ্যম।** শরীয়ত সম্মতভাবে এটা কখনোই কল্পনা করা যায় না যে, কারণ ও মাধ্যম আদিষ্ট (ফরজ দায়িত্ব) হবে কিন্তু মূল লক্ষ্যটা আদিষ্ট (ফরজ দায়িত্ব) হবে না।' -আসসিয়াসাত ওয়াল ইদারাত ফিল ইসলাম পৃ. ৯৮